দৈনিক সংবাদ

তারিখ 22 OCT 1987
পৃষ্ঠা ... ১৩ কলাম ...

013

চাটমোহরের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা

বিদ্যালয়গুলোতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নেই ॥ আসবাবপত্রের সংকট

বেড়া (পাবনা), ২০শে অক্টোবর (নিজস্ব সংবাদদাতা)।-- চাটমোহর উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো নানা সমস্যায় জর্জরিত।

শিক্ষাক্ষেত্রে শিকড় পর্যায়ের এসব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিরাজমান সংকট নিরসন ও যথাযথ উন্নয়নে সচেষ্ট না হওয়ায় উপজেলার শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়ছে। চাটমোহর উপজেলায় ৯৩টি সরকারী ও ২২টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এগুলোর প্রায় প্রতিটিতেই স্থানাভাব সমস্যা, শিক্ষক সংকট, প্রয়োজনীয় সংখ্যক চেয়ার-বেঞ্চের অভাব, পানীয় জলের সংকট রয়েছে।

বেশ কিছু প্রাথমিক বিদ্যালয় গৃহ দীর্ঘদিন থেকে সংস্কার বা মেরামত না করায় ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়েছে।

এগুলোর মধ্যে নেংরী কৃষ্ণরামপুর, কদমতলী, চরসেন গ্রাম, বিন্যাবাড়ি, ঝাকড়া, ছাইকোলা, পশ্চিমপাড়া, করকোলা, চিনাভাতকুড়া, জগতলা, বেজপাড়া, চরউখলী, পাঁচুরিয়া, দিলালপুর ইত্যাদি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কোনটির চাল আছে তো বেড়া নেই, আবার বেড়া আছে তো দরজা-জানালা নেই।

কালবোশেখী ঝড়ে কাটেঙ্গা দীঘল গ্রাম, দহপাড়া, চকশংকর বিদ্যালয় বিধ্বস্ত হওয়ার পর নতুন করে নির্মাণ না করায় ছাত্রছাত্রীদের গাছতলায় ক্লাস করতে হচ্ছে।

গত '৮৬-৮৭ অর্থবছরে ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্ট চাটমোহর উপজেলার ৪টি বিদ্যালয় উন্নয়ন কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করে এবং এ ব্যাপারে মোট ৬ লাখ ৭০ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়।

চাটমোহর সদর, অমৃতকুণ্ডা, শরৎগঞ্জ ও কৈরাশ--এই ৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণে যথেষ্ট কারচুপির অভিযোগ রয়েছে।

উপজেলার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অধিকাংশেরই চেয়ার-বেঞ্চ, ব্লাকবোর্ড, ডাষ্টার ইত্যাদি উপকরণের অভাব অত্যন্ত প্রকট। বেশ কিছু সংখ্যক বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত বেঞ্চ না থাকায় ছাত্র-ছাত্রীদের মেঝেতে মাদুর বিছিয়ে ক্লাস করতে হচ্ছে। গত অর্ধ বছরে উপজেলা উন্নয়ন তহবিল থেকে ৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতিটিতে ৫ হাজার টাকা করে মোট ৪৫ হাজার টাকা আসবাবপত্র তৈরীর জন্য দেয়া হয়। কিন্তু এতেও সমস্যার কোন সমাধান হয়নি।

এর ওপরে সাম্প্রতিক বন্যায় উপজেলার নিমাইচড়া, হাণ্ডিয়াল, হরিপুর, ছাইকোলা, ডিবিগ্রাম ইউনিয়নের ৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয় মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও ১৪টি বিদ্যালয় আংশিক বিধ্বস্ত হয়।

উপজেলার বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। বেসরকারী বিদ্যালয়গুলো প্রধানতঃ স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত চাঁদার উপরেই টিকে আছে। বহু আবেদন-নিবেদনের পর '৮৫-৮৬ অর্থবছরে কেবলমাত্র চরএনায়েতপুর ও ঘাসিকোলা প্রাথমিক বিদ্যালয় দুটোকে সরকারীকরণ করা হয়েছে।

চাটমোহর উপজেলায় ৪৫৩টি প্রাথমিক শিক্ষকের পদ রয়েছে। এর মধ্যে ১০টি পদে দীর্ঘদিন থেকে শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ রয়েছে।